ঝিনাইদহে কাবাডি ও ভলিবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে মাদকবিরোধী সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে কাবাডি ও ভলিবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার দিনব্যাপী বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে জেলা প্রশাসন ও জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে এ টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) সকালে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মাহফুজ আফজাল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক রথীন্দ্রনাথ রায়, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সুবীর কুমার দাশ এবং জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শেখ মোহাম্মদ হাসেম আলীসহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে শুরু হয় কাবাডি ও ভলিবল প্রতিযোগিতা। এতে ঝিনাইদহ জেলার ছয়টি উপজেলার কাবাডি ও ভলিবল দল অংশগ্রহণ করে। দিনভর চলা খেলায় খেলোয়াড়দের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পারফরম্যান্স দর্শকদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ এসব খেলা উপভোগ করতে স্টেডিয়ামে ভিড় করেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। দুপুরের পর অনুষ্ঠিত হয় ফাইনাল খেলা। কাবাডির ফাইনালে সদর উপজেলা ও হরিণাকুন্ডু উপজেলা মুখোমুখি হয়। জমজমাট ও উত্তেজনাকর ম্যাচে ২৪-১৪ পয়েন্টে হরিণাকুন্ডু উপজেলাকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে সদর উপজেলা কাবাডি দল।

অপরদিকে ২৫-১১ পয়েন্টে ভলিবলে সদর উপজেলাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় হরিণাকুন্ডু উপজেলা। খেলা শেষে বিজয়ী ও রানার্সআপ দলের খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি ও পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা। এ সময় আয়োজকরা ভবিষ্যতেও মাদকবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধিতে এ ধরনের ক্রীড়া আয়োজন অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

[redacted]

[redacted]

ঝিনাইদহে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

শীতার্ত ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ সমাজসেবা অফিস প্রাঙ্গণ, পৌরসভার সামনে, পৌর গোরস্থান এলাকা ও রেড ক্রিসেন্টসহ জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্পটে এ কম্বল বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ সময় প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধা, স্বামী পরিত্যক্তা নারীসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির অসহায় ও দুস্থ মানুষকে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল প্রদান করা হয়।

সেসময় জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ, স্থানীয়র সরকারের উপ-পরিচালক রথীন্দ্রনাথ রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সাইফুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সুবীর কুমার দাশ, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল মাখন, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটন, জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মিজানুর রহমান, রিপোটার্স ইউনিটির সভাপতি এম এ কবিরসহ সমাজসেবা অধিদপ্তর, পৌরসভা ও সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। শীতের তীব্রতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন কোনো মানুষ কষ্ট না পায় এ লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়।

উপকারভোগীরা জেলা প্রশাসনের এই মানবিক উদ্যোগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের সহায়তা অব্যাহত রাখার দাবি জানান।

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের আন্তঃহাইজ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

দক্ষিণ বঙ্গের এতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের ৬০তম আন্তঃহাউজ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৫এর সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) দিনব্যাপী কলেজের এ্যাথলেটিক্◌্র গ্রাউন্ডে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আন্তঃহাউজ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় হুনাইন হাউজ ২০২৫ এ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পল্লী বিদু্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল এসএম জিয়া- উল-আজীম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথির সহধর্মিনী সাজীদা আহমেদ। প্রধান অতিথিকে অভ্যর্থনা জানান ও অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেণ কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এ এইচ এম ছেরাজুজ্জামা।

অতিথিবৃন্দ দিনব্যাপী ক্যাডেটদের মনোমদ্ধকর ডিসপ্লে ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতা উপভোগ করেণ। ২১ ডিসেম্বর থেকে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ৩দিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় ৩৩টি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের সমাপনি বক্তব্যে প্রধান অতিথির বক্তব্যে, ক্যাডেটদের দেশ মাতৃকার প্রয়োজনে নিজেকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেণ। তিনি ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের সফলায় কলেজের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অভিভাবকদের নিরলস ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেণ।

ঝিনাইদহে সহিংসতা প্রতিরোধে অ্যাডভোকেসি ডায়ালগ অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব জোরদার করণে অ্যাডভোকেসি ডায়ালগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার দিনব্যাপী ঝিনাইদহ ব্র্যাক আঞ্চলিক কার্যালয়ে ব্র্যাক জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি আয়োজনে এই অ্যাডভোকেসি ডায়ালগ অনুষ্ঠিত হয়।

অ্যাডভোকেসি ডায়ালগে নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে স্থানীয় পর্যায়ে রেফারেল ম্যাকানিজম ও সরকারি- বেসরকারি উদ্যোগ সমন্বয়ের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ করার উপর সকল আলোচক আলোচনা করেন এবং প্রত্যেকেই তাদের অবস্থান থেকে করণীয় নির্ধারণ করেন। ব্র্যাক ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর শিপ্রা বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে এডভোকেসি ডায়ালগে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ সাইফুর রহমান ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজ সেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক আব্দুল কাদের, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মুন্সি ফিরোজা সুলতানা ।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন ও পরিচালনা করেন জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি কর্মসূচির রিজিওনাল ম্যানেজার জনাব মালবিকা সরকার চৈতী।

সহকারী অধ্যাপক হলেন ঝিনাইদহের

মানবিক চিকিৎসক প্রসেনজিৎ পার্থ

ঝিনাইদহে গরিবের বন্ধু, মানবিক চিকিৎসক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন কার্ডিওলজি স্পেশালিষ্ট ডাঃ প্রসেনজিৎ বিশ্বাস পার্থ। প্রাইভেট চেম্বারেও বিনামূল্যে অসহায় দরিদ্র রোগী দেখে শুধু জেলা সদরে নয় পুরো জেলার মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি।

সম্প্রতি তিনি সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদন্নোতি পেয়েছেন। অহংকারের লেশ মাত্র নেই এ চিকিৎসকের মনে। সদালাপী সাদা মনের মানুষ হয়ে তিনি সব সময় নিজেকে আড়াল রাখতেই পছন্দ করেন। ব্যতিক্রমী এ মানুষটি ঝিনাইদহে দীর্ঘদিন চিকিৎসা সেবা দিয়ে সহকর্মী, রোগী ও তাদের আত্মীয়-স্বজন ও সুশীল সমাজের প্রশংসা আর ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন।

চিকিৎসা সেবা নিতে আসা রোগী আব্দুল আজিজ বলেন,বুকে ব্যথা নিয়ে চিকিৎসক প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের চেম্বারে এসেছিলাম। তার রোগী দেখার ফিস দেওয়ার মত টাকা আমার কাছে ছিলো না। পরে ডাঃ বিষয়টি জানতে পেরে আমাকে চেম্বারে ডেকে বিনা টাকায় চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। এমনকি শারীরিক যত্নে নানা পরামর্শ দেন।

সেই সাথে আমাকে আশ্বস্ত করেন তার চেম্বারে টাকার অভাবে কোন রোগী চিকিৎসা সেবা না নিয়ে ফিরে যাবে না। তার এমন মহতি উদ্যোগে আমরা ঝিনাইদহবাসী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এমন চিকিৎসক যেন প্রতিটি জেলায় জেলায় তৈরি হয় সেই কামনা করি। তাহলে কোন অসহায় দ্ররিদ্র মানুষ আর বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে না।

এ বিষয়ে ডাঃ প্রসেনজিৎ বিশ্বাস পার্থ বলেন, বাবার ইচ্ছে ছিলো আমাকে ডাক্তারি পড়ানো। ছোট বেলা থেকেই সেভাবে লেখাপড়ার সহযোগীতা করেছেন আমার মুক্তিযোদ্ধা বাবা। আমার বুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই মনে হয়েছে আমি দেশ ও সমাজের মানুষের সেবা করবো। সেই থেকে বাবার ইচ্ছে আর আমার স্বপ্ন নিয়ে ডাক্তার হবার প্রাণপন চেষ্টা করি। প্রথমে আমি বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে এমবিবিএস পাশ করে ৩২ তম বিসিএস এ সুপরিশ প্রাপ্ত হই। পরে ঝিনাইদহ স্বাস্থ্য বিভাগে মেডিকেল অফিসার হিসেবে যোগদান করে দীর্ঘ ৫ বছর দায়িত্ব পালন করি।

এরপর উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের জন্য শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি-কার্ড কোর্সে ভর্তি হয়ে পাস করি। পরে কার্ডিওলজি তে এফসিপিএস পার্ট-১ পাস করে বাংলাদেশ জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে এ্যাসিস্টেন্ট রেজিস্টার হিসেবে ৩ বছর চাকুরি করি। কিন্তু নিজের এলাকার মানুষের চিকিৎসা সেবার কথা চিন্তা করে ঢাকার লোভনীয় পদ ও উন্নত সুযোগ সুবিধা থাকা স্বত্বেও আমি ঝিনাইদহে ফিরে এসেছি।

বর্তমানে আমি এখন ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতালে কার্ডিওলজি কনসালটেন্ট ও সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছি। আমি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে জাতীর শ্রেষ্ঠসন্তান তথা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আমার কাছে চিকিৎসা সেবা নিতে কোন টাকা লাগবেনা।

তিনি আরো বলেন, চিকিৎসক এমন একটা পেশা যা সহজেই মানুষের কাছাকাছি এসে প্রত্যক্ষভাবে সেবা করা যায়। তাই জীবনে যতদিন বেচে থাকবো মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখার চেষ্টা করে যাবো। চিকিৎসক ঠিকই আমি হয়েছি কিন্তু কতটুকু মানুষ হতে পেরেছি সেটা আপনারাই মূল্যায়ন করবেন।

ঝিনাইদহের বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষক ইদ্রিস আলীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামের বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষক ইদ্রিস আলীর বিরুদ্ধে এবার প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে।

কৃষকের সহযোগিতা, কৃষিভিত্তিক এনজিওতে চাকরি দেওয়ার নামে অর্থ আত্মসাৎ, জমি বন্ধক নিয়ে টাকা না দেওয়াসহ নানা প্রতারণার অভিযোগ

করেছেন স্থানীয় ভুক্তভোগীরা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রতারণার মাধ্যমে অন্যের নার্সারি নিজের দেখিয়ে ২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার হাতিয়ে নেয় প্রতারক ইদ্রিস আলী। সে সময় স্থানীয় কৃষি বিভাগ ও কৃষি সংগঠনগুলো তাকে সংবর্ধনা প্রদান করে। সেটাকেই পুঁজি করে শুরু হয় তার প্রতারণা।

কিছুদিন পর তিনি ‘কৃষক কল্যাণ সংস্থা’ নামে কৃষিভিত্তিক একটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করেন। সেই এনজিওতে চাকরি দেওয়ার নামে ওই এলাকার ১০ থেকে ১৫ জন যুবক-যুবতীর কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তার বিরুদ্ধে জমি লিজ নিয়ে সেই জমি বন্ধক রাখার অভিযোগও রয়েছে।

ভুক্তভোগী আসাদুজ্জামান খান লাবু বলেন, আমার কাছ থেকে ১৫ বছর আগে ৭ বিঘা জমি লিজ নিয়েছিল ইদ্রিস আলী। শুরুর দিকে লিজের টাকা দিলেও পরে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। শুধু তাই নয়, আমার জমি অন্য কৃষকের কাছে বন্ধক রেখেছে। এখন আমি জমিও পাচ্ছি না, আবার টাকাও পাচ্ছি না।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, লক্ষীপুর জমাদ্দার পাড়ায় জৈব সার কারখানা তৈরি করেছেন ইদ্রিস আলী। সেই কারখানায় মোট ৪ জন শেয়ার রয়েছে। ৩ জনের কাছ থেকে ১৪ লাখ টাকা নিয়ে শুরু করলেও এখন সকল মুনাফা একাই ভোগ করছেন। মূলধনের টাকা ফেরত চাইলে উল্টো থানায় অভিযোগ দিয়ে হয়রানি করছেন।

দ্রুত এই প্রতারকের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা। এ ব্যাপারে অভিযুক্ত ইদ্রিস আলীকে একাধিকবার ফোন দেওয়া হলেও তিনি রিসিভ করেননি।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি সামসুল আরেফিন বলেন, আমার কাছে কোনো অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

পৌরসভাধীন আড়পাড়া গ্রামের বাসিন্দা। এ ঘটনায় এলাকায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে।

শনিবার (২০ ডিসেম্বর) রাতে কালীগঞ্জ পৌর এলাকার আড়পাড়া দরগা মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী আহত শিক্ষক হাবিবুর রহমান কালীগঞ্জের শোয়াইবনগর কামিল মাদরাসার গণিতের শিক্ষক ও একই উপজেলার মাজদিয়া গ্রামের সিরাজুল ইসলাম বিশ্বাসের ছেলে।

মাদরাসার একাধিক শিক্ষক জানান, শোয়াইবনগর কামিল মাদরাসার নবম শ্রেণির এক ছাত্র গত ১১ মাসে মাত্র ২৫ দিন ক্লাসে উপস্থিত ছিল। এ কারণে তাকে ‘পরীক্ষার উপযুক্ত নয়’ বলে মতামত দেন শিক্ষকরা। এতে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে পরিবারে বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ দেয় ওই শিক্ষার্থী। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ওই ছাত্রের বাবা শাহাজান। শনিবার কালীগঞ্জ পৌর এলাকার আড়পাড়া দরগা মোড়ে সামনে অবস্থান নেন। এসময় শিক্ষক হাবিবুর রহমান ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তার পথ রোধকরে শাহাজান। পরে তাকে হাতুড়িপেটা করেন। এবস্থায় স্থানীয়রা শিক্ষক হাবিবুর রহমানকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করেণ।

শোয়াইবনগর কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মোহাম্মদ নুরুল হুদা বলেন, ‘ওই ছেলে নিয়মিত ক্লাস করে না। পড়াশোনার মানও সন্তোষজনক নয়। সে কারণে তাকে তো আর পরীক্ষা দিতে দেওয়া যায় না। কিন্তু বিষয়টি তার পরিবার মেনে নিতে পারেনি। এ কারণে শ্রেণি শিক্ষক হাবিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হাতুড়িপেটা করেছেন তার বাবা। বিষয়টি কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও শিক্ষা অফিসে জানানো হয়েছে। প্রশাসন এ ঘটনায় দোষীদের বিচার না করলে আমরা কঠোর আন্দোলনে নামবো।’

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অভিযুক্ত শাহাজান এর আগেও সহকারী শিক্ষক হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে কালীগঞ্জ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশি তদন্তে শাহাজানের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে শাহাজান।

ভুক্তভোগী শিক্ষক হাবিবুর রহমান বলেন, ‘প্রতিটা শিক্ষার্থী আমাদের সন্তানের মতো। দায়িত্ববোধ থেকেই শিক্ষার্থীর ক্লাসে উপস্থিতি ও তাদের যোগ্যতার বিষয়টি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে জানাতে হয়। ওই ছেলে গত ১১ মাসে মাত্র ২৫ দিন ক্লাসে উপস্থিত ছিল।

আমি শ্রেণি শিক্ষক হওয়ায় তার পরিবার আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আমাকে তার বাবা হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে জখম করেছে। আমি থানায় অভিযোগ করেছি।

এ ঘটনায় অভিযুক্ত শাহাজানের বাসায় গিয়ে তাকে পাওয়া যায়নি। তবে তার স্ত্রী আদুরি বেগম বলেন, ‘শিক্ষকরা আমার ছেলেকে হত্যার জন্য পরিকল্পনা করে বেড়াচ্ছে। আমাদের পরিবার নিয়েও শিক্ষক হাবিবুর রহমান বিভিন্ন জায়গায় বাজে মন্তব্য করেছেন। মানুষ আমাদের কাছে এসব কথা বলেছে। এসব কারণে রাগের জেরে হয়তো শিক্ষক হাবিবুরকে মারধর করেছে। হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়েছে কি-না জানি না।

ঝিনাইদহে অনূর্ধ্ব ১৭ জাতীয় ফুটবল লীগের উদ্বোধনী ঘোষণা

ঝিনাইদহে অনূর্ধ্ব ১৭ জাতীয় ফুটবল লীগ‘চিত্রা ভেন্যু’র খেলার শুভ সূচনা করা হয়েছে। সোমাবার (২২ ডিসেম্বর) সকালে শহরের বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে এই জাতীয় ফুটবল লীগের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সুবীর কুমার দাস প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই খেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেন।

এসময় লীগ কমিটির চেয়ারম্যার সাবেক জাতীয় দলের ফুটবলার কায়সার হামিদ, সাঈদ হাসান কানন, নাজমুল হাসান লোভন, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, ঝিনাইদহ জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট আহসানুজ্জামান ঝন্টুসহ স্থানিয় ও সাবেক ফুটবলারগণ উপস্থিত ছিলেন।

এ বছর সারাদেশে ৮টি ভেন্যুতে এই ফুটবল লীগ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তার মধ্যে ঝিনাইদহ ভেন্যুতে খুলনা বিভাগের ৮ জেলার ফুটবল দল দুইটি গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ঝিনাইদহ ভেনু্যুর দলগুলো হলো ঝিনাইদহ, নড়াইল, মাগুরা, সাতক্ষীরা, যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা দল।

উদ্বোধনী দিনে এ গ্রপের চারটি দল অংশ গ্রহন করে। প্রথম খেলায় নড়াইল অনুর্ধ্ব ১৭ দল ১-০ গোলে স্বাগতিক ঝিনাইদহ দলকে

পরাজিত করে এবং দ্বিতীয় খেলায় সাতক্ষীরা দল মাগুরা দলের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে বিজয়ী হয়।

আগামী ৩১ ডিসেম্বর এই ভেন্যুর চুড়ান্ত খেলা অনুষ্ঠিত হবে।